বিএনপির হরতাল-অবরোধে ৫১৯টি যানবাহন ও স্থাপনায় আগুন-ভাঙচুর

গত ২৮ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ২০ দিনের মধ্যে ১৬ দিন ছিলো অবরোধ এবং চার দিন হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি-জামায়াত। এসময়ে সারাদেশে যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ২৯৯টি। যানবাহন ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে ১৯১টি। বিভিন্ন স্থাপনায় ভাংচুর করা হয়েছে ১৮টি। আর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ১১টি। সব মিলিয়ে অগ্নিকাণ্ড ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে ৫১৯টি।

পুলিশ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, শুধুমাত্র ২৮ অক্টোবর বিএনপির সহিংসতাকে ঘিরে মোট ৪২টি গাড়ি অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ভাংচুর করা হয়েছে ৩০টি। ওই দিন বিভিন্ন স্থাপনা ভাংচুর করা হয়েছে ১৫টি এবং সাতটি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

২৮ অক্টোবর রাজধানীর ফকিরাপুল, কাকারাইল, নয়াপল্টন, মালিবাগ, বিজয়নগর এলাকাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় বিএনপি কর্মীরা। এরমধ্যে প্রধান বিচারপতির বাসভবন, মাতৃভাষা ইন্সস্টিটিউট, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সস্টিটিউটে ভাংচুর চালায়। ডিসি ট্রাফিকের রমনা ও মতিঝিল অফিস, ফুকিরাপুল, মালিবাগ, কাকরাইল ও বিজয়নগর পুলিশ বক্সে অগ্নিসংযোগ করে। বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা রাজধানীর দৈনিক বাংলা মোড়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে এক পুলিশ সদস্য নিহত ও অসংখ্য পুলিশ সদস্য আহত হন। একই দিনে বিএনপি ও জামায়াত কর্মীরা অন্তত ৩২ জন সাংবাদিককে মারধর করে। ওই দিন বিএনপি কর্মীরা নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায় রাজধানীর রাজারবাগে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে। তারা হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং অ্যাম্বুলেন্সসহ জীপ গাড়ি ও মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে।

২৯ অক্টোবর হরতালের দিন রাজধানীর মোহাম্মদপুর, বংশাল, বায়তুল মোকাররামের দক্ষিণ গেইটে ও ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় যাত্রিবাহী গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ডেমরায় বাসের হেলপার মো. নাঈম (২২) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। অপরিদকে মোহাম্মদপুরে বাসে আগুন দিয়ে পালানোর সময় স্থানীয় লোকজনের ধাওয়া খেয়ে একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদে উঠে আরেকটি ভবনে লাফ

২ নভেম্বর সারাদেশে অবরোধকারীদের হাতে মোট ২৩ টি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরমধ্যে ১১টি গাড়ি ভাংচুর ও ১২টিতে অগ্নিসংযোগ করে অবাধরকারী বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা। ওইদন অবরোধকারীরা ঢকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে মোট ৩টি বাস, ৩ট্রাক, ২টি পিকআপ ও ২টি রেকার ভাংচুর করে। একই দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, বগুড়া ও বরগুনায় বাস, ট্রাক, প্রাইভেটকার,কাভার্ডভ্যান, পিকআপসহ ১২টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।

৪ নভেম্বর অবরোধকারীরা রাজধানী ঢাকার গুলিস্তান, নিউমার্কেট, যাত্রাবাড়ীতে ৪টি যাত্রীবাহী বাসে এবং ভোলায় একটি বাসে আগুন দেয়।

পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৫ নভেম্বর অবরোধকারীরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩২টি গাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। ওই দিন ঢাকা ও খুলনায় অবরোধকারীদের হামলায় ৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ওই দিন ঢাকা, গাজীপুর, সিলেট, নোয়াখালী, বগুড়া, মৌলভীবাজার ও পাবনায় ২টি বাস, ২টি ট্রাক, একটি মিনিবাস, ৪টি কাভার্ডভ্যান, একটি প্রাইভেট কার, একটি মাইক্রোবাস ও ৩টি সিএনজি ভাংচুর করা হয়। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১০টি যাত্রিবাহী বাস, খাগড়াছড়ি ও নোয়াখালীতে দুটি ট্রাক, সিলেটে একটি পিকআপ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ২টি কাভার্ড ভ্যান, হবিগঞ্জে একটি প্রাইভেট কার ও ঢাকায় একটি জীপ গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারী বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা। একই দিনে পিরোজপুরে আওয়ামী লীগ অফিসেও আগুন দেয় অবরোধকারীরা।

৬ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৭টি যানবাহন ভাংচুর ও ১৮টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারীরা। এরমধ্যে রাজশাহী, ফেনী, পিরোজপুর ও বগুড়ায় ২টি বাস, ৪টি ট্রাক ও একটি সিএনজি অটোরিকশা ভাংচুর করে। একই দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ফেনীতে ৭টি বাস, ২টি পানির ট্যাংকি, দুটি কাভার্ডভ্যান, একটি সিএনজি ও একটি লেগুনায় আগুন দেয় অবরোধকারীরা। সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হবিগঞ্জে ৮ জন্য পুলিশ সদস্য আহত হন।

৭ নভেম্বর গাজীপুরে একটি যাত্রাবাহী বাসে আগুন দেয়া হয়।

৮ নভেম্বর সুনামগঞ্জ, রাজশাহী ও সিলেট, ৯টি গাড়ি ভাংচুর করে

অবরোধকারীরা। এদিন ১৪টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরমধ্যে ঢাকা, গাজীপুর ও বরগুনায় ৬টি বাস, বগুড়ায় ২টি ট্রাক, গাজীপুর, বরিশাল ও খাগড়াছড়িতে ৩টি কাভার্ডভ্যানে, বগুড়ায় একটি সিএনজি ও বরিশালে ২টি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারীরা।

৯ নভেম্বর সারাদেশ মোট ১২টি যানবাহনে ভাংচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এরমধ্যে চারটি গাড়ি ভাংচুর ও ৮টিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিলেট, পাবনা ও বগুড়ায় দুটি ট্রাক, একটি সিএনজি ও একটি ও লেগুনা ভাংচুর করা হয়। আগুন দেয়া হয় ৪টি বাস, ২টি ট্রাক, একটি কাভার্ড ভ্যান ও একটি মোটরসাইকেলে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা। ১০ নভেম্বর বরিশালে একটি বাসে, ১১ নভেম্বর ঢাকায় ৮টি বাস, গাজীপুরে একটি ট্রাক ও একটি পিকআপে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। ১২ নভেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও নাটোরে ১০টি বাসে আগুন দেয় এবং বগুড়া ও সুনামগঞ্জে ৩টি সিএনজি ও ইজিবাইক ভাংচুর করে।

১৩ নভেম্বর ঢাকায় ৪টি বাস সহ নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, দিনাজপুর ও সিলেটে একটি ট্রাক, একটি কাভার্ডভ্যান ও একটি পিক আপে আগুন দেয় এবং নোয়াখালী ও সিলেটে ৩টি ট্রাক ভাংচুর করে।

১৪ নভেম্বর ঢাকায় ৪টি বাসে আগুন দেয় অবরোধকারীরার।

১৫ নভেম্বর সারাদেশে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের হাতে মোট ৩৩টি যাবাহন ভাংচুর অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। এরমধ্যে নোয়াখালী ও চাঁদপুরে ৪টি সিএনজি, হবিগঞ্জ ও চাপাইনবাবগঞ্জে ২টি প্রাইভেট কার ও ২টি কাভার্ডভ্যান, রাজশাহীতে একটি ট্রাক, বগুড়ায় ৫টি মোটরসাইকেল, রংপুরে একটি পুলিশের গাড়ি ভাংচুর করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট ও সিরাজগঞ্জে ১৬টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা। একই দিনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবরোধকারীদের হামলায় ১৭ পুলিশ সদস্য আহত হন।

১৬ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৬টি গাড়ি ভাংচুর ও ৯টিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

১৮ নভেম্বর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জয়পুরহাটও নেত্রকোনায় ৬টি বাস ও ২টি ট্রাকে আগুন দেয় অবরোধকারীরা।

১৯ নভেম্বর ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, গাজীপুর, লক্ষ্মীপুর,

ঠাকুরগাঁও, ফেনী, বগুড়া ও সিলেটে মোট ১১টি বাসসহ ২৭টি যানবাহন ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়া জামালপুরে একটি ট্রেনে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। একইভাবে গাজীপুরে একটি স্কুল পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া অবরোধকারীদের হামলায় ২ জন সাংবাদিক ও ৭ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়।

২০ নভেম্বর খাগড়াছড়ি, সিলেট, নোয়াখালী, দিনাজপুর ও বগুড়ায় ৩টি বাস, একটি ট্রাকসহ ১১টি যানবাহন ভাংচুর করে বিএনপি জামায়াত কর্মীরা। একই দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ায় ৬টি বাস ও ৪টি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারীরা। নোয়াখালীতে আহত হন পুলিশের ৫ সদস্য।

২১ নভেম্বর ঢাকায় ৩টি বাসে ও রংপুরে একটি ট্রাকে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা। ২২ নভেম্বর ট্রেনে হামলাসহ ৪টি যানবাহন ভাংচুর এবং সিলেটে ট্রেনে অগ্নিসংযোগসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৫টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়।

২৩ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৬টি গাড়ি ভাংচুর ও ৭টি গাড়িতে আগুন দেয় অবরোধকারীরা।

২৫ নভেম্বর পাবনায় ট্রেনে ভাংচুর এবং ঢাকা, সিলেট ও কুমিল্লায় ৩টি বাসে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা।

২৬ নভেম্বর গাজীপুরে একটি বাস ও সিলেটে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি সিএনজি ভাংচুর করে অবরোধকারীরা। একই দিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩টি যাত্রবাহী বাস ও ২টি ট্রাকে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াতকর্মীরা।
২৭ নভেম্বর ঢাকা, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, খুলনা, সিলেট, নাটোর, নওগাঁ ও টাঙ্গাইলে ৯টি বাসসহ মোট ১৭ টি যানবাহনে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। একই দিনে পাবনায় ট্রেনেও আগুন দেয়। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও দিনাজপুরে ২টি বাসও একটি ট্রাক ভাংচুর করা হয়।

২৮ নভেম্বর বাস, ট্রাকসহ ৫টি যানবাহনে আগুন দেয় এবং একটি বাস ভাংচুর করে বিএনপি-জামায়াতকর্মীরা।

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার কারণে রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বেড়েছে। প্রায় সবকিছু স্বাভাবিক হচ্ছে। যারা চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর

ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রয়োজনে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করতে অনুরোধ জানিয়ে পুলিশপ্রধান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সবাই মিলে একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছি। আগামীতেও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে কোনো চ্যালেঞ্জ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত।’

বিএনপি নেতাদের বাড়ি বাড়ি হামলার গুজব

অমিত শাহের ফোন, জো বাইডেনের উপদেষ্টার বক্তব্যের পর এবারে নেতাদের বাড়ি বাড়ি হামলার গুজব ছড়াচ্ছে বিএনপি। তাদের এই গুজবের ভিত্তিতে প্রথম আলো সহ বিএনপিপন্থী গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনা চলছে।

বিএনপির দাবি, প্রায় একমাস ধরে সারা দেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি হামলা হচ্ছে। অথচ গত এক মাসে একটি ঘটনাও পুলিশে অভিযোগ করা হয়নি। সাধারণত এসব ঘটনায় ভুক্তভোগী অথবা আশেপাশের বাড়ি থেকে জরুরি সার্ভিসে ফোন করা হয়। কিন্তু বিএনপির কথিত হামলার কোনো ঘটনায় কেউ জরুরি সার্ভিস ৯৯৯-এও কেউ কল করেনি। এসব ঘটনায় হতাহত হয়ে কেউ কোনো হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে সেবা নিয়েছেন, তেমন কোনো প্রমাণও মেলেনি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের আগে বিএনপিও এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করেনি। সংবাদ প্রচারের পরদিন গোপন আস্তানা থেকে ডিজিটাল বিবৃতি দিয়ে বিএনপি নেতা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী দাবি করেন, “সারা বাংলাদেশে বিএনপি নেতাদের বাড়িতে হামলার মহাউৎসব শুরু হয়েছে”।

সবচেয়ে বেশি হামলার দাবি করা হচ্ছে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায়। কিন্তু পুলিশ বলছে এব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। কোম্পানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ প্রণব চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের কাছে সিম্পলি একটা অভিযোগও যদি আসতো

আমরা সেই অভিযোগটা নিয়ে এগোতে পারতাম। আমার থানার কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। মৌখিক অভিযোগও করেনি।’ আর সীতাকুণ্ড থানার ওসি তোফায়েল আহমেদ জানান, বাড়িঘরে হামলার বিষয়ে তার থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। কোনো মামলাও হয়নি।

২২ নভেম্বর ২০২৩ দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, “বাড়ি বাড়ি যারা হামলা করতে যাচ্ছে, তাদের মুখোশ পরা থাকে।” ২৬ নভেম্বর বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, “গত একমাসে সংঘটিত এসব হামলার ঘটনায় কোনো বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত, মামলা কিংবা কাউকে আটক করা যায়নি। রাতের আধাঁরে মুখোশ কিংবা হেলমেট পরে এসব হামলার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করতে পারছে না পুলিশ।”

প্রতিটি ঘটনাই “মুখোশধারী” সন্ত্রাসীরা ঘটালেও অভিযোগ করা হচ্ছে ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরকে।

আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, ‘বিএনপি গত এক মাসে ৩০০-র বেশি গাড়ি পুড়িয়েছে, ৪০০-র বেশি নাশকতা করেছে। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও হত্যা করেছে। এই ঘটনাকে আড়াল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে বাড়ি বাড়ি হামলার ঘটনা সামনে নিয়ে এসেছে তারা।’

কয়েকটি গণমাধ্যমে এ নিয়ে খণ্ডিত সংবাদ প্রচারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনিবলেন, ‘বিএনপি যে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা এবং হত্যা করছে, এ সংবাদটি আড়াল করছে এসব গণমাধ্যম।’

চুয়াডাঙ্গা-১ ও ২ আসনে ২০ জনের মনোনয়ন ফরম জমা

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা -১ ও চুয়াডাঙ্গা – ২ আসনে মোট ২০ জনের মনোনয়ন ফরম জমা পড়েছে। মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) । শেষ দিনে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং অফিসার ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে আসে চুয়াডাঙ্গা ১ ও ২ আসনের সংসদ

সদস্য পদপ্রার্থীরা । মোট ২৩ জন মনোনয়ন ফরম উত্তোলনের মধ্যে ২০ জন শেষ দিনে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পেরেছেন। শেষ দিনে সকাল থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কার্যক্রম।

এদিকে সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ আসনের আরও ৫ জন আওয়ামী লীগ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, এম এ রাজ্জাক খান, আফরোজা পারভীন, শেখ সামসুল আবেদিন খোকন ও এম শহিদুর রহমান। অপরদিকে একই আসন থেকে অন্য দলের মধ্যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন জাতীয় পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সোহরাব হোসেন, এনপিপি’র (ন্যাশনার পিপলস্ পার্টি) কেন্দ্রীয় মহাসচিব ইদ্রিস চৌধুরী, জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সালাম উদ্দিন ও তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী তাইজেল হক ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন ১০ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়া এ আসন থেকেও আওয়ামী লীগের ৫জন স্বতন্ত্র হিসেবে ভোট করতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, হাশেম রেজা, নুর হাকিম, মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ, নজরুল মল্লিক ও আব্দুল মালেক মোল্লা। অপরদিকে এ আসনে অন্য দলে মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন জাতীয় পার্টির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রবিউল ইসলাম, জাকের পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি আব্দুল লতিফ খান, জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল (জাসদ) নেতা দেওয়ান ইয়াছিন উল্লাহ, এনপিপি’র (ন্যাশনার পিপলস্ পার্টি) কেন্দ্রীয় মহাসচিব ইদ্রিস চৌধুরী।

আলমডাঙ্গায় তৃণমূল বিএনপিসহ ৩

স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তৃনমুল বিএনপি সহ ৩ স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় তৃনমুল বিএনপির প্রার্থী সাবেক সেনা সদস্য তাজুল ইসলাম তার সমর্থকদের নিয়ে রিটানিং কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাসের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এরপর স্বতন্ত্র প্রার্থী কমান্ডার এম সহিদুর রহমান স্ব-স্ত্রীক মনোনয়ন পত্র জমা দান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আব্দুল জব্বার, সাবেক সেনা কর্মকর্তা আবু আব্দুলালাহ, বকুল হোসেন,বাচ্চু রহমান ,সাবেক কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোতালেব খান।

এরপূূবে তিনি কর্মি সমর্থক নিয়ে ভ্যানযোগে মিছিলসহকারে উপজেলা নির্বাচন অফিস প্রাঙ্গণে আসেন। সে সময় উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম,রাসেদুল ইসলাম,রেজাউল ইসলাম, মহিলা নেত্রী রোজিনা আক্তার,রবিউল ইসলাম,মজিরুন্নেছা,সোনিয়া আক্তার,লিজা খাতুন,তারিকুজ্জামান,সীতল আহমেদ, আকরাম হোসেন,ওমর ফারুক,গোমর আলী ওরফে নায়ক,আনছার আলী,আজগর আলী প্রমুখ। বিকেলে কেন্দ্রীয় আওয়ামীযুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার ও সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীন খোকন আলমডাঙ্গায় মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে রির্টানিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের নিকট মনোনয়ন পত্র জমাদেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের কর্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ,পৌর কাউন্সিলর আশরাফুল হক বাবু,খাইরুল বাসার বাবলু,শেখ শাহনুর রহমান টিপু,হাবিবুর রহমান রুবেল।এছাড়াও তার সমর্থকদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সালে আক্রাম,শেখ রুবেল,জেলা ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ নিপ্পন,ছাত্রলীগ নেতা শাহরিয়র তপু,সাকিল আহমেদ,সাবাবির রহমান,মাসুম বিল্লাহ,মিঠু প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

অপরদিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদের মনোনীত প্রার্থী গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে মশিউর রহমান পারভেজ, কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মাসুদুর রহমান ও সৈয়দ ফারুক উদ্দিন আহম্মেদ নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহন শেষে ভোট গণনা শুরু হয়। নির্বাচনে ২০৭ জন ভোটারের মধ্যে ১৯৬ জন ভোটার ভোট প্রদান করেন। নবনির্বাচিত কমিটি ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

হরতাল ডেকে কেন মাঠে নেই মেহেরপুরের বিএনপি নেতা- কর্মীরা?

আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে ও নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীকে মুক্তি দিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল রবিবার (১৯ নভেম্বর) সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে। তবে হরতালের প্রথম দিনের সমাপ্তি হলেও জেলায় হরতালের তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। চোখে পড়েনি বিএনপি নেতাকর্মীদের কোন ধরনের তৎপরতা। অন্যান্য দিনের মতোই মেহেরপুরে দূরপাল্লার গণপরিবহন ছাড়া সব ধরনের যানবাহন যানবাহন চলেছে। দোকানপাট খোলা ছিল অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতোই।



জেলা ও উপজেলা শহরে বিএনপি কিংবা সমমনা দলের কোনো নেতাকর্মীকে সড়কে দেখা যায়নি, শুধুমাত্র পার্শ্ব রাস্তায় রাতের আধারে গুটিকয়েক লোকের মশাল মিছিল ও ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে শহর থেকে অনেক দূরে হরতাল সমর্থনে একটি কথিত ছে, অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যে বের হয়েছে। আস্তে আস্তে সব ধরনের যানবাহন রাস্তায় নামতে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্ম-চাঞ্চল্যের পাশাপাশি সারাদিনই চলেছে ব্যক্তিগত ও ছোট যানবহন। শহর ও গ্রামাঞ্চলে সকল দোকানপাট ও বিপনী বিতানগুলি খোলা ছিলো। হরতাল ঘিরে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। তবে হরতালে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলতা রোধে সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের।

ব্যাপারটি নিয়ে বাজার, চায়ের দোকান সহ বিভিন্ন জনসমাগমে চলছে নানা রকম বিশ্লেষণ। কেউ বলছে বিএনপি এখন ভার্চুয়াল আন্দোলনের দল, কেউ বলছে সরকারের কৌশলের কাছে হার মেনেছে বিএনপি। কেউ আবার বলছে মামলা ও গ্রেপ্তার আতঙ্কে বিএনপি নেতা কর্মীরা তঠস্থ। অনেকে আবার আরেক কাঠি সরেস হয়ে প্রশ্ন করছে দলের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করতে যারা রাজপথে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনা তারা ক্ষমতায় আসবে বিভাবে?

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এ বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার বলেন,’আমি ঢাকায় থেকে কর্মসূচি পালন করছি। আমার বিরুদ্ধে বিনা কারণে একটি নাশকতা মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার এড়াতে আমি ঢাকায় থেকে দলীয় কর্মসূচিতে সাথে একাত্ম হয়েছি।এছাড়াও দলের চেয়ারপারসন অযোগ্য লোকদের দায়িত্ব দেয়ার কারণে মেহেরপুর জেলায় আন্দোলন বেগবান হচ্ছে না। যাদেরকে চেয়ারপার্সন দায়িত্ব দিয়েছেন তারা কেউই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়নি। ‘



জেলা বিএনপির সহ সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘হরতাল ডেকে

বিএনপি নেতা কর্মীরা মাঠে নেই এ কথাটা সঠিক না। বিএনপি গণমানুষের একটি দল। আমরা সাধারণ মানুষের সাথে আছি। জান মালের নিরাপত্তার কথা বলে সারাদেশে ভীতিকর অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে। সুষ্ঠু ভোটাধিকারের কথা বললেই নেতাকর্মীদের জেলে পাঠানো হচ্ছে। বিরোধী মতের একটি মানুষও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে না।’

জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, ‘বর্তমান সরকার বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করছে দমন পীড়ন চালানোর জন্য। অতি উৎসাহী হয়ে প্রশাসন ও পুলিশের একটি অংশ কঠোর বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিএনপি নেতাকর্মীদের রাস্তায় দাঁড়ানো তো দূরের কথা নিজ বাড়িতেও অবস্থান করতে দিচ্ছে না। এজন্যই সার্বিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা ভিন্ন কৌশলে আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।’

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সাংসদ মাসুদ অরুন বলেন,’ মেহেরপুর দেশের সবচেয়ে ছোট জেলা। আর জেলা শহর বলতে যেটা বোঝায় তার ব্যপ্তি খুবই কম। বিগত ১৪-১৫ সালে বিএনপির ৯৬ দিনের কঠোর কর্মসূচি পালনের কথা মাথায় রেখে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মেহেরপুরে তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে বিএনপিকে দমনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের আন্দোলন থেমে নেই। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত আমাদের নেতাকর্মীরা জনগণের সাথে মিশে আছে এবং তাদেরকে সাথে নিয়েই চুড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। তৃণমূল নেতাকর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা ভেবেই মেহেরপুরে এবারের আন্দোলনটা একটু ভিন্ন কৌশলে পরিচালনা করা হচ্ছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জয় আসবেই,আপমর জনগণকে সাথে নিয়েই আমরা বিজয়ী হব। ‘

তলে তলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই সারা দেশ এখন নির্বাচনমুখী। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ছোট বড় অর্ধশতাধিক

গুঞ্জনটি শোনা যাচ্ছে তা একেবাড়ে উড়িয়ে দেয়ার মতো সুযোগ নেই।

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমে ১৮ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে নির্বাচনের তারিখ আরও ১১ দিন পিছিয়ে ২৯ ডিসেম্বর করতে পুণরায় তফসিল ঘোষণা করা হয়। একইভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে, ৮ নভেম্বর ২০১৮ সালে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ২৩শে ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হলেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ঐক্যফ্রন্টের দাবির প্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর পুনঃতফসিলে তা পিছিয়ে ৩০শে ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘তফসিল ঘোষণা হয়ে গেছে, বিএনপির বোধহয় আর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।এরকম ভাবার কোন অবকাশ নেই। বিএনপি যদি নির্বাচনে আসে এবং পুনঃ তফসিলের আবেদন করে তাহলে অবশ্যই তাদের আবেদন বিবেচনাসাপেক্ষে ভোটের দিন নতুনভাবে নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে।’

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ছাদেকুল আরেফিন বলেন, বিএনপি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার একটা শক্ত কারণ হচ্ছে, যদি বিএনপি নির্বাচনে না আসে তাহলে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বহু নেতাই তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দেবে। তৃণমূল বিএনপি ইতোমধ্যেই ৩০০ আসনে তাদের প্রার্থী দেবার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও বিএনপি ভেঙ্গে বিএনএফ, স্বতন্ত্র গণতন্ত্র মঞ্চ নামের আরো কয়েকটি দল গঠিত হয়েছে,যাদের নেতৃত্বে রয়েছে বিএনপিরই সাবেক নেতারা। এ দলগুলোও আসন্ন নির্বাচনে জোটগতভাবে কিংবা স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যদি বিএনপি নির্বাচনে না আসে তাহলে অধিকাংশ নেতাকর্মীই এসকল দলের হয়ে নির্বাচনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিএনপি তলে তলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে যে খবরটি চাউর হচ্ছে তা আসলেই যৌক্তিক।

হরতাল সমর্থনে মেহেরপুরে বিএনপির মিছিল

বিএনপি’র-জামাইয়াতের ডাকা ৪৮ ঘন্টা হরতালের প্রথম দিনে হরতাল সমর্থনে মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার ১৯ নভেম্বর ভোর ৬ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে আমঝুপি-গাড়াডোব সড়কে মিছিলটি শুরু হয় এবং সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

হরতালের কারণে সকাল থেকে আন্ত: জেলা বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও, দোকানপাট খোলা আছে। এছাড়াও রিক্সা, ইজিবাইক সহ সকল ধরনের ছোট যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিএনপি নেতাদের প্রত্যাখ্যান, স্বাগত জানিয়েছে আওয়ামী লীগ

আাগমী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আওয়াল এ তফসিল ঘোষণা করেন।

তফসিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল করা হয়েছে। বিএনপি নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, ‘সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন এই তফসিল ঘোষণা করেছে। আমরা ঘৃণা ভরে এই তফসিল প্রত্যাখ্যান করছি। জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা এই নীল নকশাকে প্রতিহত করব এবং মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনব।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন,’ আমরা এই তফসিলকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছ। আমরা এই তফসিল মানি না । তফসিলের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছি এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এই তফসিল কে আমরা প্রতিহত করব।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মিয়াজান আলী বলেন, ‘তফসিল ঘোষণা করাতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি নির্বাচন কমিশনের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বলে আশা করছি। বিএনপি জামায়াতের কোন অপচেষ্টাতেই আসন্ন নির্বাচন বানচাল হওয়া সম্ভাবনা নেই। তারা অবরোধ দেখে নিজেই মাঠে থাকে না হঠাৎ কোনো নাশকতা করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন বলেন, ‘সংবিধানের যে নিয়ম এই নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এসেছে। এটা একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। আমরা মনে করি এই তফশীল মেনে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

আমরা বিশ্বাস করি জনগণ যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই তারা পরিবর্তন করবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসা এবং জনগণকে নিয়েই দাবি আদায় করা একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। বিএনপি জামায়াত যদি নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়েই তা প্রতিহত করবে। ‘

মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য মোহাঃ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, আজকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে। এটা জাতির জীবনে প্রত্যাশিত একটি দিন। সমগ্র জাতি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তফশিল নিয়ে সকলে উদ্বিগ্ন ছিল কখন এই তফসিলটি ঘোষণা হবে। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এই তফশিল ঘোষণার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং আনন্দিত হয়েছে। আশা করছি আগামী সংসদ নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। এবং সেই নির্বাচনে জনগণ নৌকার পক্ষেই মত দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, সংবিধান

সমুন্নত রেখে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। আমি এ ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রতিক্রিয়া জানার জন্য জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদকে ফোন দিয়ে ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তাই বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

৫ম দফার অবরোধ সমর্থনে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

বিএনপি’র ডাকা অবরোধের পঞ্চম ধাপের প্রথম দিনে অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বুধবার সকাল ছয়টার সময় মেহেরপুর শহরের কাথুলি রোডে জেড কে ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে ঝটিকা মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় যেয়ে শেষ হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস মিছিলটির নেতৃত্ব দেন। অবরোধের কারণে সকাল থেকেই সীমিত আকারে আন্ত: জেলা বাস চলাচল করলেও মেহেরপুর থেকে ঢাকা গামী পরিবহন ছেড়ে যায়নি। তবে ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরিন যান চলাচল রয়েছে।